প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-পিএন্ডআর/২৭-৯৭/১৫৯ (১০২) তারিখঃ ২৩-০৩-৯৭

পরিপত্র নং ৮/৯৭

বিষয়ঃ **ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পুলিশের করণীয় বিষয় সম্পর্কে।**

সম্প্রতি কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসদাচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং কর্তব্যে অবহেলার কারণে সারাদেশে পুলিশের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইয়াছে। জনসাধারণের নিরাপত্তা ও জানমাল রক্ষা পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে খুনী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, নারী নির্যাতনকারীসহ সব ধরনের অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমন করা এবং পুলিশী কর্মকাণ্ডে আচরণের মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন বাঞ্ছনীয়।

কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পুলিশ খবর প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করাই পুলিশের কাম্য। দেশের কোথাও কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হইলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তথা সরকারকে অবহিত করার দায়-দায়িত্ব পুলিশের উপর বর্তায়। কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর পুলিশের করণীয় বিষয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী দেওয়া হইলঃ

১। কোন এলাকায় চাঞ্চল্যকর/গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হইলে (যেমন ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপসহ নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি) পুলিশ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আইন ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত এবং ঘটনা তদন্তের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

২।ঘটনাটি যদি সরকারকে জানানো অত্যাবশ্যক হয় তাহা হইলে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত উধ্বতন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ তাৎক্ষণিকভাবে বেতার বার্তা, ফ্যাক্স এবং টেলিফোনের মাধ্যমে পুলিশ অপারেশন হেডকোয়ার্টার্স এআইজি (গোপনীয়) অথবা মহাপুলিশ পরিদর্শককে সরাসরি অবগত করিতে হইবে।

৩।ঘটনা যদি রাজনৈতিক বা আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা হইলে জেলা পুলিশ সুপার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিবেন এবং সৃষ্ট ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে অবগত করিতে হইবে

৪।কোন যাত্রীবাহী প্লেন, ট্রেন, মোটরযান ইত্যাদি দুর্ঘটনা কবলিত হইলে পুলিশ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে এবং দুর্ঘটনা কবলিত কোন মৃত ব্যক্তি থাকিলে মর্গে এবং আহত ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্সসহ সকল সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৫।দুর্ঘটনার কারণে রাস্তাঘাটে যানজটের সৃষ্টি এবং জনসাধারণের চলাচল বিঘ্নিত হইলে তাহা দ্রুত নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। নদীপথে, স্টীমার, লঞ্চ, ট্রলার ইত্যাদি যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হইলে সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া যাত্রী সাধারণের উদ্ধার এবং তাদের মালামালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে নৌ-পরিবহন সংস্থা ও নিকটস্থ নৌবাহিনী (যদি থাকে) তাহাদের সাহায্য চাওয়া যাইতে পারে।

৭। অগ্নি সম্পর্কিত কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্নি নির্বাপক সংস্থা (ফায়ার ব্রিগেড)-কে অবহিতকরতঃ যথেষ্ট পরিমাণ ফোর্স নিয়োগ করিয়া জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা এবং বৃদ্ধ ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে প্রেরণ এবং অগ্নি নির্বাপণের ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইবে।

স্বাঃ

(এম আজিজুল হক)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
রাজনৈতিক শাখা ৩

স্মারক নং-স্বঃমঃ(রাজ-৩) পাচার-১/৯৪/৮৯ তারিখঃ ১৭-৬-৯৭

বিষয়ঃ **শিশু অপহরণ ও পাচার সম্পর্কিত।**

সাম্প্রতিককালে শিশু অপহরণ ও পাচার সম্পর্কিত অপরাধ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একই সাথে শিশু চুরির আতংকও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিশু অপহরণ ও পাচার রোধকল্পে কার্যকরী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইলঃ

(ক) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে নজরদারীর ব্যবস্থা আরো জোরদার করিতে হইবে গোপন তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম আরো জোরদার করিতে হইবে।

(খ)।সীমান্তবর্তী থানাসমূহে এতদবিষয়ে অধিকতর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

গ) বিডিআর-এর বিভিন্ন অডিট পোস্টকে এতদবিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতে হইবে।

সীমান্তবর্তী থানার পুলিশ ও বিডিআর-এর কর্মকাণ্ড জোরদার করিতে হইবে।

(ঘ) পাচারকারী দলের লোক গ্রেফতার করা হইবে তাহাদের এসবিএনএসআই/ ডিজিএফআই দ্বারা জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা নিতে হইবে যাহাতে দলের নেতা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(ঙ) ধৃত ব্যক্তিদের ও উদ্ধারকৃত শিশুর জবানবন্দীর ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম অধিকতর যত্নের সাথে করিতে হইবে (চ) আসামীরা যাহাতে জামিন না পায় সেইজন্য প্রসিকিউশন রিপোর্ট আইনানুগভাবে
প্রণয়ন করিতে হইবে।

(ছ) এসব মামলার তদন্ত দ্রুত সমাপ্ত করিয়া অভিযোগপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(জ)জনগণকে শিশু পাচাররোধে সম্পৃক্ত করিতে হইবে। এক্ষেত্রে এনজিও সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দকে সংঘবদ্ধ করিয়া কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঝ) শিশু অপহরণকারী ও পাচারকারী অনেক সময় জনতার হাতে মারা যায়। ইহার ফলে তথ্য ও উদঘাটন করিতে অসুবিধা হয়। জনগণকে আইন নিজের হাতে তুলিয়া না নিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

(ঞ) সীমান্তবর্তী এলাকায় এতিমখানার উপর কড়া নজর রাখিতে হইবে।

(ট) গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য আনসার ও বিডিআর সদস্যদের সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

২। উপরোক্ত নির্দেশমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা গেল।

স্বাক্ষর
(এ কে এম নুরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

স্মারক নং/নাঃনিঃপঃ সেল/৩৭-৯৭ ৭৪৬ (৭০) তারিখঃ ১৮-০৬-৯৭

১। সকল পুলিশ কমিশনার।

২। সকল পুলিশ সুপার (রেলওয়ে সহ)।

বিষয়ঃ **নারী নির্যাতন ঘটনা অবহিত হওয়ার পর পুলিশ কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের চেকলিস্ট।**

নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনার কোন সংবাদ পুলিশের নিকট আসার সাথে সাথে পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবেঃ

১। সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করিতে হইবে।

২। মামলার ঘটনাস্থল দ্রুত পরিদর্শন করিবে এবং আলামত উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। ঘটনাস্থলে ও ঘটনার সময় উপস্থিত সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করিবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারায় সাক্ষীদের জবানবন্দী রেকর্ড করিবে। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের জবানবন্দী ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এএসপি সার্কেলের সহিত পরামর্শক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারায় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪।অপহরণের ক্ষেত্রে ত্বরিৎগতিতে ভিকটিম নারী ও শিশুকে উদ্ধারের প্রয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ভিকটিমকে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ভিকটিমের জবানবন্দী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আলামত পরিধেয় কাপড়ের বীর্য সিক্ত অংশ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে।

৬।এসিড নিক্ষেপ অথবা অন্য কোন দাহ্য পদার্থ দ্বারা গুরুতর আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে ভিকটিমকে ডাক্তারী পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ভিকটিমের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া আসামী গ্রেফতারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭।আসামী কর্তৃক এসিড প্রাপ্তির উৎস অনুসন্ধানপূর্বক ত্বরিৎ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা আসামীদের এসিড সরবরাহ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে দুষ্কর্মের সহযোগী হিসাবে আইনগত ব্যবস্থা নিবে। এসিড বিক্রেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হইবে।

৮। নারী ও শিশু অপহরণপূর্বক মুক্তিপণ আদায়ের ক্ষেত্রে ভিকটিমকে উদ্ধার করিতে হইবে। অভিযোগ দাখিলকারীদের সঠিক পরামর্শক্রমে ত্বরিগতিতে উদ্ধার এবং আসামীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৯।নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ দল সম্পর্কে সঠিক তদন্তপূর্বক পাচারকারী দলের নিকট হইতে ভিকটিমকে উদ্ধার করিতে হইবে এবং পাচারকারী দলের সঠিক তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক পাচারকারী দলসহ বিক্ষিপ্ত সহায়তাকারীদের গ্রেফতার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। অযথা বিলম্ব না করিয়া মামলাটির তদন্তকার্য দ্রুত সমাপ্ত করিতে হইবে।নারী ও শিশু নির্যাতন বা অপহরণ সংক্রান্ত মামলাগুলো সংবেদনশীল। এই ধরনের মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে গুরুত্বের সহিত ব্যক্তিগত উদ্যোগে তদন্ত সমাপ্ত করিতে হইবে। এই মামলায় বিচারে যাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় তাহার প্রতি তদন্তকারী কর্মকর্তাকে যত্নবান হইতে হইবে।

১১। ভিকটিমের পরিবারবর্গ যাহাতে কোনরূপ হুমকির সম্মুখীন না হয় এবং সাক্ষিগণ যাহাতে ভয়ভীতিহীনভাবে সাক্ষী নিতে পারে সেই সম্পর্কে ভিকটিম সাপোর্ট স্কীমের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। এই স্মারকের কপি থানাসমূহে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩। এই স্মারক প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(মোঃ ফজলুল হক)
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (অপরাধ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্বাকর নং অপরাধ/৭৪২-৯৭ (সাধারণ-৪৭)/৩২০০(১২০) তারিখ: ৩০-০৭-৯৭

বরবার,

২।পুলিশ কমিশনার
সিএমপি, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ **গৃহবাসস্থান হইতে রাত্রিকালীন আসামী গ্রেফতার প্রসঙ্গে।**

পুলিশ কর্তৃক রাত্রিবেলা আসামী গ্রেফতারের/গৃহ তল্লাশির সময় কখনও কখনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া থাকে এমনকি পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। রাত্রিবেলা আসামী গ্রেফতারের। উদ্দেশ্যে গৃহ তল্লাশির ফলে গৃহে অবস্থানরত মহিলা ও শিশুদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। যদিও আইনে উল্লেখ নাই যে, রাত্রিবেলায় কোন আসামীকে বাড়ি বা অন্য কোন স্থান তল্লাশি করিয়া গ্রেফতার করা যাবে না। তথাপি অবাঞ্ছিত ঘটনা পরিহার লক্ষ্যে রাত্রিবেলা উক্ত স্থান অবরোধ। করিয়া রাখিয়া অতি প্রত্যুষে স্থানীয় গণ্যমান্য ও নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত স্থান তল্লাশি ও আসামী গ্রেফতার করা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে পিআরবি ২৮০(ই) প্রণিধানযোগ্য, "The law does not require a search under the Code of Criminal Procedure, to be made by daylight, except those under section 14 of the Opium Act, 1878, but there are advantages in searching by daylight and a searching officer should consider whether a house search should proceed by night or whether daylight should be awaited. Matters must be so arranged as to cause as little inconvenience as possible to the inmates and especially the women."

ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪, ৫৫, ৫৭(১), ১২৮, ১৫১ এবং ৪০১(৩) ধারার ক্ষমতাবলে পুলিশ কর্মকর্তাগণ বিনা ওয়ারেন্টে আসামী গ্রেফতার করিতে পারেন। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৬, ৪৭, ৪৮ এবং ৫৩ ধারায় উল্লেখ করিয়াছে কিভাবে তল্লাশি ও গ্রেফতার করিতে হইবে। দণ্ডবিধির জঘন্য অপরাধসমূহ যথা ডাকাতি দস্যুতা, খুন ইত্যাদি ও অস্ত্র আইন, মাদকদ্রব্য আইন ও নারী নির্যাতন আইন ইত্যাদির আওতাভুক্ত অপরাধের সহিত জড়িত আসামীদিগকে কোন গৃহ বা বাসস্থান হইতে রাত্রিবেলা গ্রেফতারের প্রয়োজন দেখা দিলে উপরোক্ত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিয়া তল্লাশি/গ্রেফতার করিতে হইবে। অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ ধারার তদন্তের স্বার্থে জরুরী প্রয়োজন না হইলে গৃহ হইতে রাত্রিকালীন আসামী গ্রেফতার করা পরিহার করিবার জন্য নির্দেশক্রমে পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।

এই স্মারকের অনুলিপি আপনার অধীনস্থ থানাসমূহে প্রেরণপূর্বক প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে অনুরোধ করা হইল। প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(মোঃ ফজলুল হক)
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (অপরাধ)
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং পিএন্ডআর/৫২-৯৫/৫৭১ (৮০) তারিখঃ ০৫-০৮-৯৭

প্রতি

১। .....*

৪। .....*

বিষয়ঃ **পিআর স্লিপ প্রচলন কার্যকর, তালাবন্ধের পর আসামী কারাগারে প্রেরণ এবং হাজত রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে।**

১৫-৫-৯৭ তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কারা অধিদফতর এবং বাংলাদেশ পুলিশের মধ্যে সমন্বয় কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়ঃ

(ক) পিআরবির ৫১৭ ও ৫২০ বিধি (কার্যবিধি ৫১৪) অনুযায়ী মুক্তিযোগ্য আসামীদের নাম রেজিস্টারভুক্ত করিবার বিধান রহিয়াছে এবং প্রত্যেক মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার পিআর পি জেল কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবার বিধান রহিয়াছে। জানাযায়, বর্তমানে উহা সংগ্রহ করা হইতেছে না এবং মুক্তিযোগ্য আসামীদের নাম যথাযথভাবে রেজিস্টারভুক্ত করা হইতেছে না।

(খ) হাজত রেজিস্টার উপস্থাপনের মাধ্যমে আসামীদের কারাগার হইতে গ্রহণ এবং জমা দেওয়ার বিধান পিআরবির ৫৩৮ (কারাবিধি ৯১৭) ধারায় রহিয়াছে। উক্ত বিধান। যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে না।

(গ)তালাবন্ধের পর আসামী কারাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে কারাবিধি ৪৯৬ অনুযায়ী বিচারক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত আদেশপত্রের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট বিচারকের আদেশ ব্যতিরেকে তালাবন্ধের পর। আসামী কারাগারে প্রেরণ করা হয় বলিয়া জানা যায়।

উপরোক্ত পিআরবি এবং কারাবিধির বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য আপনাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক এবং সিএসআইদের নির্দেশ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ
(মো ফজলুল হক ভূঁইয়া)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (পিএন্ডআর)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৫২৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৪০০৩ (৮০) তারিখঃ ২৪/৯/৯৭

প্রতি,

৪। জেলা পুলিশ সুপার (সকল)।

বিষয়ঃ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার বা অন্যদের দ্বারা কেস ডায়েরী (সিডি), ব্যক্তিগত ডায়েরী (পিডি), সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদি লিখন বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, বিভিন্ন থানায় পুলিশ কর্মকর্তাগণ কেস ডায়েরী (সিডি), ব্যক্তিগত ডায়েরী (পিডি), সাক্ষীর জবানবন্দী, জব্দনামা, সাক্ষ্যের স্বাক্ষর লিপি, অভিযোগপত্র, চূড়ান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড নিজেরা না লিখিয়া স্থানীয় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দ্বারা অথবা অন্য কোন লোক দ্বারা লিখাইয়া থাকেন৷ ইহাতে থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের একদিকে চরম কর্তব্যে অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে থানার কাজের গোপনীয়তা রক্ষা হয় না৷ এই অনিয়ম বন্ধ করিবার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে।

১৷ উধ্বতন কর্মকর্তাগণ থানা পরিদর্শনকালে কেস ডায়েরী (সিডি), ব্যক্তিগত ডায়েরী৷ (পিডি), সাক্ষীর জবানবন্দী, সাক্ষ্যের স্বাক্ষর লিপি, অভিযোগপত্র, চূড়ান্ত প্রতিবেদন, জব্দনামা ইত্যাদি থানার অফিসারগণ নিজেরা লিখিয়াছেন কিনা তা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন৷ অন্য কাহারো দ্বারা লিখাইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট দায়ী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিবেন।

২৷উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তাহাদের অধীনস্থ তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ যাহাতে এহেন কার্যকলাপে জড়িত না হয় তাহা নিশ্চিত করিবেন৷ এই স্মারকের অনুলিপি থানাসমূহে প্রেরণ করিয়া নির্দেশাবলী প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে। প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল ॥

স্বাক্ষর
(মো ফজলুল হক)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা৷
পরিপত্র ৩/৯৭

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, বদলীর আদেশপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারিগণকে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য যথাসময়ে ছাড়পত্র প্রদান করা হইতেছে না৷ এই অবস্থার সুযোগে বদলীর আদেশাধীন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য বিভাগীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া বা বিভাগবহির্ভূত তদবীর করিয়া থাকে। ইহাতে অনাকাংখিত প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হইয়া থাকে৷

এমতবস্থায়, নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১৷ পিআরবি রুল ৮৩৮ (এ) অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর আদেশ সংশ্লিষ্ট ইউনিটে গৃহীত হওয়ার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বদলীকৃত ইউনিটে যোগদানের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

২৷ বদলীর আদেশপ্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারী বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য আবেদন করিলে উহা সংশ্লিষ্ট ইউনিট প্রধানগণ সুস্পষ্ট মতামতসহ অগ্রবর্তী করিবেন৷ বদলীর আদেশ বাতিলের সুপারিশ করিল উক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্থলে অন্য একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মনোনয়ন প্রদানপূর্বক আবেদন অগ্রগামী করিতে হইবে৷

৩৷ বদলীর আদেশ বাতিলের আবেদন প্রেরণের এক মাসের মধ্যে কোন জবাব না পাওয়া গেলে আবেদন নাকচ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং ঐ পুলিশ কর্মচারীকে বদলীকৃত স্থানে যোগদানের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে৷

স্বাঃ
(মো ইসমাইল হুসেন)
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং নিয়োগ/৪৬-৯১/১০৭ (১২৪) তারিখঃ ২৭-০১-৯৭

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল। সকল থানা ও ফাড়িতে ইহার অনুলিপি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হইলঃ

১। .....*

১৭। .....*

স্বাঃ
(এম. এ. হানিফ)
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)
বাংলাদেশ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/১৯৯০-৯৪(নওগাঁ-১৩)
সার্কুলার নং ৭৯৭

বিষয়ঃ **সিআইডি বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন মামলাসমূহ পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ ও জেলার পুলিশ সুপারদের সার্বক্ষণিক তদারক করা প্রসঙ্গে।**

সিআইডি বাংলাদেশ, ঢাকা কর্তৃক তদন্তাধীন মামলাসমূহ পর্যালোচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, মহানগরী ও জেলার মামলাগুলি সিআইডির নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর মহানগরী পুলিশ কমিশনারগণ ও জেলার পুলিশ সুপারগণ তদন্তের অগ্রগতির বিষয় আর কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। অথচ সিআইডি কর্তৃক তদন্তাধীন মামলাসমূহের যথাযথ ও যথাসময়ে তদন্ত সম্পন্ন করা। সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে। বর্তমানে সিআইডির অফিসারগণ বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকায়ও মহানগর এলাকায়। অবস্থান করিয়া সিআইডির নিয়ন্ত্রণাধীন মামলাসমূহ তদন্ত করেন, যার ফলে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপারগণের পক্ষে ঐ সকল কর্মকর্তার উপর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ ও মামলাগুলির তদন্ত তদারকি করা সম্ভব হইতেছে না।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ রেগুলেশনের ১ম খণ্ডে বিধি ৬১৭, ৬২৪, ৬২৫ ও ৬২৬(খ)-এর প্রতি জেলার পুলিশ সুপারগণ ও মহানগরীর পুলিশ কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক উক্ত রেগুলেশনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিআইডির নিয়ন্ত্রণাধীন মামলাগুলির তদন্ত তদারকি করিতে এবং তদন্তকারী অফিসারগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর
(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

পরিপত্র নং-১৭/১৯৯৭।

বিষয়ঃ **থানায় রুজুকৃত মামলা তদন্তের মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে।**

মামলার সুষ্ঠু তদন্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনার উদঘাটন ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামীদেরকে চিহ্নিতকরতঃ বিচারের নিমিত্তে আদালতে উপস্থাপন করা ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপনপূর্বক বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আসামীদের শাস্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। তদুপরি, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও ত্রুটিমুক্ত তদন্ত অপরাধ দমন ও নিবারণ কার্যক্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু লক্ষ্য করা যাইতেছে, থানায় রুজুকৃত মামলায় তদন্তের মান আশানুরূপ হইতেছে না। তদন্ত শেষে শতকরা ৭০-৭৫% মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হইলে বিচারে ২০-২২%-এর বেশি মামলায় সাজা প্রদান করা সম্ভব হয় না। মামলার এজাহারে। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত অথবা সঠিকভাবে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির প্রয়োগ না করিবার কারণে অনেক মামলায় বিচারে সাজা প্রদান করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ত্রুটিযুক্ত তদন্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহের উল্লেখপূর্বক তদন্ত ত্রুটিযুক্ত করার করণীয় বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

ক. প্রাথমিক তথ্য ও বিবরণী (এফআইআর) সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর) সাক্ষ্য আইনের দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কিন্তু দেখা যায়, থানা কর্মকর্তাগণ এই প্রাথমিক তথ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন করেন না। মামলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে ঘটনার সময় ঘটনার সম্ভাব্য কারণ আসামীর মোটিভ ও প্রেক্ষাপট ইত্যাদি অনেক সময় সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না। আইন সম্পর্কে সম্যক ধারণায় এমন বাদীদের নিকট হইতে লিখিত এজাহার গ্রহণের কারণে প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে অনেক তথ্য ও আইনগত ত্রুটি থাকিয়া যায়।

প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর)-কে ত্রুটিমুক্ত করার উপায়সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

১। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর) গ্রহণের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা এবং পিআরবি-এর বিধি ২৪৩ ও ২৪৪-এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

২। থানা কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত এজাহার গ্রহণের প্রবণতা যথাসম্ভব পরিহার করিতে হইবে। মৌখিক জবানবন্দীতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজে অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজ হাতে এজাহার লিপিবদ্ধ করিবেন। প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে ঘটনার বর্ণনায় কোন অপ্রাসঙ্গিকতা থাকিবে না এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথা ঘটনার সময়, ঘটনার কারণ আসামীর মোটিভ ও প্রেক্ষাপট, চোরাইকৃত মালামালের বর্ণনা, আসামীকে চিনিতে পারার বিষয় ও উপকরণ ইত্যাদি (যদি থাকে) উল্লেখ করিতে হইবে। থানায় কোন আলামত হাজির করিয়া এজাহার দায়ের করিলেও উহাও প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করিতে হইবে। মামলা রুজু বিলম্বে কারণ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

৪। প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এফআইআর) লিপিবদ্ধ করিবার বিষয়টি থানার সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করিতে হইবে। উহা থানার সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৫ আইনে ধর্ষণের জন্য অধিকতর শাস্তি ও দত তদন্ত ও বিচার নিষ্পত্তির বিধান রহিয়াছে বিধায় ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে দণ্ডবিধি। আইনের পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৫ আইনে মামলা রুজু করিতে হইবে।

এই আইনের রুজুকৃত মামলাগুলির তদন্ত যাহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

খ. মামলা তদন্ত কম্পর্কিত

তদন্তকালীন সময়ে কৃত নানাবিধ ত্রুটির কারণে মামলার বিচারে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। তদন্তকালীন ত্রুটির কারণে মামলাসহ হতেনাতে ধৃত আসামী ও বিচারে খালাস পাইয়া থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ত্রুটিগুলির মধ্যে -

(১) ঘটনাস্থলের মানচিত্র সঠিকভাবে প্রস্তুত না করা, একই কাগজে মানচিত্র প্রস্তুত ও সূচি লিপিবদ্ধ করা ঘটনাস্থলের বিবরণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করা, ঘটনাস্থলে থাকা আলামত সংরক্ষণের জন্য ত্বরিৎ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করা।

(২) মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন তথ্য সাক্ষীর জবানবন্দীতে লিপিবদ্ধ করা, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মতে লিপিবদ্ধকৃত জবানবন্দীতে সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করা।

(৩) আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া আদালতে প্রেরণ করা, আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লিখিত পয়েন্টসমূহ যাচাই না করা।

(৪) বাড়ি ও স্থান তল্লাশি এবং মালামাল উদ্ধার ও জব্দনামা প্রস্তুত এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন হয় না। বাড়ি স্থান তল্লাশির সময় এবং কোন মালামাল উদ্ধারকালে স্থানীয়, নিরপেক্ষ ও ঐ সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়, নিরপেক্ষ ও গণ্যমান্য লোকজনদেরকে তল্লাশি পরিচালনাকালে সাক্ষী হিসাবে সঙ্গে না নিয়া বা জব্দনামায় সাক্ষী হিসাবে নির্বাচন না করিয়া দূরবর্তী অন্য লোককে তল্লাশি পরিচালনাকালে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া ও জব্দনামার সাক্ষী হিসাবে নির্বাচন করা এবং ঘটনাস্থলে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা। (সাক্ষীদের সামনে আলামত বা উদ্ধারকৃত মালামাল জব্দ না করিয়া পরে থানায় ডাকিয়া জব্দনামায়। দস্তখত নেওয়া হয় বা সীজকৃত মালামাল দেখেন নাই বলিয়া সাক্ষীরা অনেক সময় আদালতে জবানবন্দী প্রদান করিয়া থাকে)।

(৫) লাশের সুরতহাল রিপোর্ট যথাযথভাবে প্রস্তুত না করা সুরতহাল রিপোর্টে আঘাতের চিহ্ন বা আঘাতের স্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে বর্ণনা না করা।

(৬) ভিকটিমকে যথাসময়ে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা না করা, ধর্ষণ মামলার ভিকটিমের কাপড় যথাসময়ে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ না করা।

(৭) সময়মত ও যথাযথভাবে কেস ডায়েরী লিপিবদ্ধ না করা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তদন্ত কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত করার উপায়সমূহঃ সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। মামলা রুজু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিআরবি-এর ২৫৬ বিধি মোতাবেক তদন্তে সাহায্য পাওয়া যায় এমন রেজিস্টার বিশেষ করিয়া ভিসিএনবি ক্রাইম চার্ট ও ক্রাইন ম্যাপ পর্যালোচনা করিয়া অপরাধ ও অপরাধীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

২। কোন রকমের বিলম্ব না করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে হইবে। ঘটনাস্থল ও তথায়। থাকা আলামত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ঘটনাস্থলের নকশা অঙ্কনপূর্বক পৃথক। কাগজে উহার সূচি প্রস্তুত করিতে হইবে। গুরুত্বসহকারে ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণকরতঃ মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত আলামত (যদি থাকে) ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষীদের মোকাবেলায় জব্দ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে ঘটনাস্থল ও উহার আশপাশ এলাকায় অপরাধীদের পায়ের চিহ্ন এবং হাতের আঙ্গুলের দাগ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাপ্ত হাতের আঙ্গুলের ছাপ ও পায়ের চিহ্নের প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করিবার নিমিত্তে উহা যথাক্রমে পিআরবি বিধি ৪৯১ ও ৬৪১ মোতাবেক সংরক্ষণ ও গ্রহণ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।।

৪। নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) ১৯৯৫ আইনে রুজুকৃত মামলাগুলির তদন্ত যাহাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয় উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। ধর্ষণ মামলায় ধর্ষিতাকে কোন রকম বিলম্ব ব্যতীতই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাহার পরিহিত কাপড়ও জব্দপূর্বক সিআইডির রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডাক্তারী ও রাসায়নিক পরীক্ষার রিপোর্ট সময়মত সংগ্রহকরতঃ ইহা মামলার নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। খুন ও অন্যান্য স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে নিহতের লাশের দেহের ক্ষত, ভাঙ্গা বা মচকাইয়া যাইবার দাগ, অন্যান্য আঘাতের স্থান ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সংক্রান্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৪ ও ১৭৬ পিআরবি-র ১৯৯ বিধিতে উল্লিখিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

৭। খুন মামলায় নিহতদের পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য সুরতহাল রিপোর্টসহ মৃতদেহ চালানে উল্লেখ করিয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাসপতালে/মর্গে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব পোস্টমর্টেম পরীক্ষার রিপোর্ট সংগ্রহ করিতে হইবে৷ জখম বিষয়ক মামলার ডাক্তারী পরীক্ষার রিপোর্টও যথাশীঘ্র সংগ্রহ করিতে হইবে৷ এই সংক্রান্ত পিআরবি-এর বিধি ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭ এবং ৩১২-এ উল্লেখিত বিধানসমূহ ইহার যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে৷

৮। মামলার তদন্তকালে যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন বাড়ি বা স্থান তল্লাশি করার প্রয়োজন৷ হইলে ফৌজদারী কার্যবিধি ৬৫ ধারা অনুযায়ী তল্লাশি করিবার কারণ ও যেই জিনিসের মধ্যে তল্লাশি করা হইবে উহার বিবরণ উল্লেখপূর্বক তল্লাশির ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ এই ধরনের তল্লাশির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত খ, ৯ অনুচ্ছেদের নির্দেশ অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

খু ৯। ঘটনাস্থল বা তল্লাশি করার স্থানের নিকটবর্তী স্থানীয় নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি করিতে হইবে এবং জব্দনামা যথাযথভাবে প্রস্তুত করিয়া জব্দ করার তারিখ, সময় ও স্থান সঠিকভাবে উল্লেখপূর্বক ঘটনাস্থলে সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করিতে হইবে৷ এবং তল্লাশি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরবর্তী ডাকে তল্লাশির একটি রিপোর্ট কোর্ট অফিসারের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে৷ কোন মালামাল পাওয়া না গেলেও যথারীতি শূন্য জব্দনামা প্রস্তুত করিয়া জব্দনামায় সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করিতে হইবে৷ এই বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি ১০৩, ১৬৫ ধারা এবং পিআরবি ২৮০ বিধিতে উল্লেখিত আইন-বিধির যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

১০। ঘটনা ও পরিস্থিতির সহিত পরিচিত সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের সহায়ক যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে এবং মামলার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাহাদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬১ ধারা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে৷ তবে এই বিধান মতে লিপিবদ্ধকৃত জবানবন্দীতে
সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করা যাইবে না৷ যেই সকল সাক্ষী পরবর্তীতে প্রভাবিত হইয়া ভিন্ন রকম জবানবন্দী প্রদান করিতে পারে সেই সকল সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিতে হইবে৷

১১। পুলিশের নিকট প্রদত্ত আসামীর স্বীকারোক্তি মোতাবেক কোন স্থান তল্লাশিকরতঃ কোন আলামত/মালামাল উদ্ধার করা উপরে খু ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দকরতঃ যথাযথভাবে জব্দনামা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে উদ্ধারের বিষয়টি সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারা অনুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে যাহাতে যথাযথভাবে স্বীকারোক্তিমূলক সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, উহা নিশ্চিত করিতে হইবে৷ আদালতের নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদান নির্ভুল জব্দনামা ও স্বীকারোক্তি মোতাবেক মালামাল উদ্ধার সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে এই ধরনের মামলায় আসামীদের সাজা নিশ্চিত করা সম্ভব৷

১২। গ্রেফতারকৃত আসামীকে যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইবে এবং কোন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করিতে চাহিলে উহা ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাই করিতে হইবে এবং স্বীকারোক্তিকে উল্লেখিত অপরাধ সংগঠনের সঙ্গী ও প্রস্তুতি, চোরাইকৃত মালামালের ভাগাভাগি ও নিষ্পত্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩। যে সকল আসামীকে সনাক্তকরণ প্যারেডে হাজির করিতে হইবে; সনাক্তকরণ প্যারেডে ভেলু আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য করিবার লক্ষ্যে সেই সকল আসামীর ছবি গণমাধ্যমে ও পত্রিকায় প্রকাশ না করাই শ্রেয়৷

১৪। গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ আদালতে হাজির করিতে হইবে৷ আসামীকে কোর্টে প্রেরণের সময় উল্লিখিত মামলার সঙ্গে আসামীর সম্পৃক্ততা ও আসামীকে গ্রেফতারের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি লিখিত প্রতিবেদন আদালতে প্রেরণ করিতে৷ হইবে৷ আসামী অসনাক্তকৃত (আইডেন্টিফাইড) হইলে উহাও লিখিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে৷

১৫। মামলার তদন্ত তদারকিকালে তদারককারী কর্মকর্তাগণ যেই সকল নির্দেশনা প্রদান করেন, সেই সমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৬। পুলিশ সুপার কর্তৃক এসআর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা তদন্ত তদারকি ও তদন্ত শেষে নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান প্রসঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স স্মারক নংঅপরাধ/পাক্ষিক/সভা/৩৫৫৫(৭০) তারিখ: ৩০-১০-৯৩, প্যাকর নং-অপরাধ/৯৩৮-৯৩ (সাধারণ-৭৬)/৩৬৪০(৭৬) তাং-২৫/৮/৯৪ এবং স্মারক নং-অপরাধ ৮৩৪-৯৬ (সাধারণ৪২)/৬৮৯(৭৬) তাং-২-৩-৯৭-মূলে জারিকৃত পত্রের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। মামলার তদন্ত শেষে প্রাথমিক অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৭৩ ও পিআরবি'র ২৭২ বিধি অনুযায়ী আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করিতে হইবে। চার্জশীটে আসামীদের পূর্ণ নাম-ঠিকানা ও বয়স এবং আসামীরা বর্তমানে পলাতক আছে কি না উহার উল্লেখ করিতে হইবে। কোন কোন আসামীর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হইয়াছে সংশ্লিষ্ট কলামে পৃথকভাবে উহার বর্ণনা করিতে হইবে। লিখিত এজাহারের ক্ষেত্রে এজাহারে লেখককে চার্জশীটে সাক্ষী হিসাবে রাখতে হবে এবং সকল সাক্ষীর পূর্ণ নাম-ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আসামীদের প্রদত্ত ঠিকানা ও তাহাদের পূর্ব চারিত্রিক ও সাজার বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই করিতে হইবে এবং চার্জশীটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় তদন্তকারী। কর্মকর্তা ও কোর্ট অফিসার সঠিকভাবে নিজ নিজ প্রত্যয়নপত্র লিখিবেন।

১৮। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭২ ধারা, পিআরবির ২৬৩ ও ২৬৪ বিধিতে মামলার। তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ ও পত্র যোগাযোগ ইত্যাদি। সাধারণতঃ কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবার বিধান রহিয়াছে। মামলার সাক্ষ্য প্রদানকালে তদন্তকারী অফিসার কর্তৃক কোন ঘটনা পদক্ষেপের বিষয়ে স্মরণ করা প্রয়োজন কেস ডায়েরী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সাক্ষ্য প্রদানকালে তদন্তকারী অফিসারের। বক্তব্যের সঙ্গে কেস ডায়েরীর কোন তথ্যের সঙ্গে গরমিল পরিলক্ষিত হইলে আসামী পক্ষের আইনজীবী অনুরোধ করিবেন। আদালত ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত কেস ডায়েরীর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সাক্ষ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। তদুপরি, মামলা তদন্তের ত্রুটি চিহ্নিত করা ও উহা। ত্রুটিযুক্ত করিবার লক্ষ্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক উপদেশ/নির্দেশ প্রদানের লক্ষ্যে যথাসময়ে উহা লিপিবদ্ধ করা ও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। সুতরাং কেস ডায়েরীর গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহা যথাযথভাবে সময়মত এবং নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয়। উহা যথাসময়ে সার্কেল এএসপি-এর অফিসে ও কোর্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সুষ্ঠুভাবে কেস ডায়েরী লিখার ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি ও পিআরবি-এর বিধান ও নির্দেশের যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

গ. তদন্ত পরবর্তী পদক্ষেপ

১। মামলার তদন্তকালে যেই সকল আসামীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের গ্রেফতার করিতে না পারিলে চার্জশীটে তাহাদিগকে পলাতক দেখাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী/ক্রোকী পরোয়ানা সংগ্রহ করিয়া যথাশীঘ্র তামিলের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। তদন্তে কোন গুরুতর ত্রুটি আছে কিনা সেই বিষয়ে কোর্ট অফিসার কর্তৃক পিআরবি-এর ৪৪৪ বিধি অনুযায়ী ব্রীফ প্রস্তুতপূর্বক, বিচার অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই ত্রুটিগুলো সংশোধন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। কোর্ট অফিসার কর্তৃক ধার্য তারিখে আদালতের মামলা পরিচালনার পূর্বে বাদী ও সাক্ষিগণকে সাক্ষ্য প্রদান বিষয়ে এবং সম্ভাব্য জেরা সম্পর্কে ব্রীফ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করিতে হইবে।

৪। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭১ ধারায় নির্দেশনা অনুযায়ী বাদী ও সাক্ষিগণ যাহাতে আদালতে হাজির হন এবং যথাসময়ে আদালতের মামলার আলামতসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করা হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। অপরাধীদের রেকর্ড সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতে অপরাধী, সন্ত্রাসী ও অন্যান্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। আদালতে বিচারসম্পন্ন হইলে ফাইনাল মেমোরেন্ডাম (এফএম) সংগ্রহপূর্বক থানা, সার্কেল অফিস ও পুলিশ সুপারের অফিসে পিআরবি-এর ৪৪৫ বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন রেজিস্টারে যাবতীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৬। মামলার তদন্ত সংক্রান্ত আদালতের মন্তব্য অনুযায়ী পিআরবি-এর ২৮(ক) (৩) এবং ২৮ (খ) ২ ও ৩ বিধি মোতাবেক ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের জন্য দায়ী তদন্তকারী অফিসারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) ইউনিট প্রধানকে এই পরিপত্রের নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালনের মাধ্যমে মামলার ত্রুটিযুক্ত তদন্ত নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ঙ) অধ্যক্ষ, পুলিশ একাডেমী, সারদা, কমাণ্ডেন্ট, পিটিএস এবং কমাণ্ডেন্ট পিটিআইগণ তদন্ত কাজের সহিত সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালে মামলার ত্রুটিযুক্ত তদন্ত সংক্রান্ত উপরোক্ত নির্দেশাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(চ) এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে।

স্বাক্ষরিত
(এম আজিজুল হক)
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
পরিপত্র ২০/৯৭

সম্প্রতি জেলা/ইউনিট হইতে পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বদলীর আবেদন/বদলীর আদেশ বাতিল সংক্রান্ত আবেদন নিয়ম অনুযায়ী প্রেরণ করা হইতেছে না এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রদত্ত আদেশাবলী যথাসময়ে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

এমতবস্থায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী যথাযথ অনুসরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছেঃ

১। কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বর্তমান কর্মস্থলে কার্যকাল ২ বছর পূর্ণ না হইলে সাধারণ নিয়মে অন্যত্র বদলী করা যাইবে না। তবে প্রশাসনিক কারণে অথবা বিশেষ মানবিক কারণে বদলী করা যাইতে পারে।

২। প্রশাসনিক কারণে অথবা বিশেষ মানবিক কারণে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে তাহার কার্যকাল ২ বছর পূর্তির পূর্বে বদলী করিতে হইলে বদলীর আদেশ জারি করিবার পূর্বে ঘোষিত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এবং অঘোষিত কর্মকর্তার ক্ষেত্রে রেঞ্জ ডিআইজিকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৩।পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বর্তমান কর্মস্থলে কার্যকাল ২ বছর পূর্ণ না হইলেও তাহাদের বদলীর আবেদন পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স অগ্রগামী করা যাইতে পারে, তবে আবেদন সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতসহ অগ্রগামী করিতে হইবে।

৪।মনোনয়নসূত্রে বদলীর আদেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশ বাতিলের আবেদন সুপারিশসহ অগ্রগামী করা হইলে পদ সমন্বয়ের স্বার্থে একই সাথে আবেদনকারীর পরিবর্তে অন্য কর্মচারীর মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

৫।বিশেষ মানবিক কারণ বিবেচনায় কোন পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীর বর্তমান কর্মস্থলে কার্যকাল ২ বছর পূর্ণ না হইলেও তাহাদের বদলীর আবেদন সুপারিশসহ অগ্রগামী করা যাইতে পারে।

৬।অসুস্থতাজনিত কারণে বদলীর আবেদন অসুস্থতার সপক্ষে ডাক্তারী সনদপত্র/প্রমাণাদিসহ আবেদনপত্রের উপর সস্পষ্ট মতামত প্রদানপূর্বক অগ্রগামী করিতে হইবে।

৭। সুস্পষ্ট মতামত ব্যতীত কোন আবেদনপত্র অগ্রগামী করা যাইবে না।

উপরোল্লিখিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন নিশ্চিত করিতে হইবে। উপরোক্ত বিষয়াবলী সংক্রান্ত পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে ইতোপূর্বে জারিকৃত সকল আদেশের কার্যক্রম এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

স্বাঃ
(মোঃ ইসমাইল হুসেন)
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)।

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।
ঁপরিপত্র নং ২১/৯৭চ

বিষয়ঃ **থানাহাজতে আসামী থাকা অবস্থায় করণীয় প্রসঙ্গে।**

লক্ষ্য করা যাইতেছে, আসামী গ্রেফতার করিয়া আনিবার পর থানাহাজতে থাকা অবস্থায় থানা কর্মকর্তা কর্তৃক আসামী থানাহাজতে রাখা সম্পর্কে পিআরবি-এর বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইতেছে না। ফলে থানাহাজতে থাকা অবস্থায় মাঝে মাঝে আসামীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটিতেছে, যাহার কারণে থানা কর্মকর্তাগণ ফৌজদারী ও বিভাগীয় মামলায় জড়িত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতে পুলিশ বিভাগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইতেছে। থানা হাজতে আসামী রাখা সম্পর্কে পিআরবি-এর ৩২৮ ও ৩২৯ বিধিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিধিসমূহের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া হাজতে আসামী রাখার নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবেঃ

১। থানা/তদন্ত কেন্দ্র/ফাড়ির হাজতে থাকা সকল আসামীর নিরাপত্তা বিধান করা এ ইইউনিটের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব।

২। আসামীকে হাজতে রাখিবার পূর্বেই আসামীর দেহ পরীক্ষা করিতে হইবে। তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন থাকিলে তাহা জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রয়োজনে স্থানীয় নিরপেক্ষ সাক্ষী আনিয়া তাহাকে এইরূপ আঘাতের চিহ্ন দেখাইতে হইবে এবং তাহাও জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।প্রয়োজনবোধে চিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৩।আসামীকে হাজতে রাখিবার পূর্বেই তাহার দেহ তল্লাশি করিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত অন্য সব কিছু তাহার নিকট হইতে সরাইয়া লইতে হইবে। এই সমস্ত বস্তুর। একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রস্তুতন্তে তালিকার কপি আসামীকেসরবরাহ করিতে হইবে।

৪।আসামীকে হাজতে রাখিবার পূর্বে হাজত সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন বস্তু যথা রড, বাঁশ, দড়ি, যন্ত্রপাতি যাহা আসামীর পলায়ন বা আত্মহত্যার সহায়ক হইতে পারে তাহা সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

৫। আসামীকে হাজতে রাখিবার সময় সেন্ট্রিকে বুঝাইয়া দিয়া ডিউটি অফিসার জেনারেল
ডায়েরীতে উহা লিপিবদ্ধ করিবে।
৬। প্রহরী বদলীর সময় পূর্ববর্তী প্রহরী পরবর্তী প্রহরীকে আসামী বুঝাইয়া দিবে।

৭। হাজতে আসামী রাখিয়া হাজতের দরজার তালাবদ্ধ করিতে হইবে এবং চাবি কর্তব্যরত সেন্ট্রির নিকট থাকিবে। জরুরী প্রয়োজনে ঁডিউটি অফিসারের অনুমতি লইয়া হাজতের দরজা খোলা যাইবে।

৮। হাজতে বৈদ্যুতিক বাতি বা বাহিরে হারিকেনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে হাজত আলোকিত থাকে।

৯।প্রধান স্থপতি কর্তৃক ১৫-৭-৯১-এ অনুমোদিত টাইপ প্লানের আওতায় নির্মিত থানাহাজতের অভ্যন্তরে আধুনিক টয়লেটের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পূর্বে নির্মিত থানাসমূহে হাজত সংলগ্ন টয়লেট নাই। সেই সকল থানায় অতিসত্বর আধুনিক টয়লেট নির্মাণের আদেশ আলাদাভাবে পুলিশ সদর দফতরের অর্থ শাখা হইতে প্রেরিত হইতেছে।

১০। হাজতে/পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় কোন আসামীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল যাহা আইনের পরিপন্থী এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কাজেই সব ধরনের নির্যাতন পরিহার নিশ্চিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ কর্তৃক সরবরাহকৃত ঁমানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের কপি পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে সরবরাহের নিমিত্তে পুলিশ সদর দফতর হইতে প্রেরিত হইয়াছে। ঘোষণাপত্রের মর্মানুসারে মানবাধিকার সংরক্ষণের বিধানসমূহ প্রতিপালনের জন্য পুনরায় নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

১১। থানাহাজতে আসামী রাখিবার সময় পিআরবি ৩২৮ ও ৩২৯-এর নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

১২। এই পরিপত্রের অনুলিপি আপনার অধীনস্থ থানা/ফাড়ি/তদন্ত কেন্দ্রসমূহে প্রেরণ করিয়া প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ থানা/তথ্য কেন্দ্র/ফাড়ি পরিদর্শনকালে হাজতে আসামী যথাযথভাবে রাখা হইতেছে কিনা তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন।

প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর
(মো ইসমাইল হুসেন)
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)।
পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৩৭৫-৯৭ (সাধারণ-২১)/৩৩৯৪ (৯০) তারিখ ও ১৩/৮/৯৭

অনুলিপি অবগতি ও পরিপত্রে প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ সহকারে প্রেরণ করা হইল।

স্বাঃ
(মো ফজলুল হক)
উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)
বাংলাদেশ, ঢাকা।